দৈনিক ইনকিলাব

177

তারিখ 13 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

৩রা আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

শিক্ষাঙ্গনে

উত্তরাঞ্চলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চাই

উত্তরাঞ্চলে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। চাহিদা অনুপাতে এ অঞ্চলে কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষি প্রকৌশলীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। ফলে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচী মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অথচ আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে উত্তরাঞ্চলে খাদ্যশস্য উৎপাদন দ্বিগুণ-তিনগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, সারা দেশে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কমপক্ষে আট হাজার কৃষি গ্রাজুয়েট, দু'হাজার কৃষি প্রকৌশলী ও ২৫ হাজার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী প্রয়োজন। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কৃষি কলেজ থেকে প্রতি বছর মাত্র ৫শ' কৃষি গ্রাজুয়েট ও কৃষি প্রকৌশলী বের হয়। এ হার অব্যাহত থাকলেও দেশে এদের চাহিদা সব সময়ই থেকে যাবে। ইতিপূর্বে গবেষণা প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক উত্তরাঞ্চলের একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে অবহেলিত উত্তরাঞ্চলের জনগণ একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী জানিয়ে আসছেন। কিন্তু আজও সে দাবী পূরণ হয়নি। ১৯৭৫ সালে পাবনা শহর থেকে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত আটঘরিয়ায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রাসহ প্রায় ১১ কোটি টাকার একটি স্কীম তৈরী করা হয়।

পাঁচ বছরমেয়াদী এই প্রকল্পটির কাজ ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত কলেজ নির্মাণ কাজের কিছুই অগ্রগতি হয়নি।

ঢাকার জয়দেবপুরে কৃষি কলেজ, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কৃষি কলেজ ছাড়াও ঢাকা বিভাগে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, আলু গবেষণা কেন্দ্র, পাট গবেষণা কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে উত্তরাঞ্চলে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ ব্যাপারে সুবিধাজনক স্থান হচ্ছে ঈশ্বরদী। এখানে রয়েছে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কৃষি ইনস্টিটিউট, ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র, রেশম বীজাগার ইত্যাদি। ঈশ্বরদী আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের আওতাধীন প্রচুর পরিমাণে জমি রয়েছে যা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের কৃষি সম্প্রসারণে উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিবিদ তৈরীর লক্ষ্যে উত্তরাঞ্চলে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করা হবে বলে আশা করি।

—বি, এম, সাইফ রহমান